বিএনপির নেতাকর্মীদের হামলায় একদিনেই আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের তিন নেতার প্রাণহানি

সংগৃহীত ছবি

যশোর, ভোলা ও ঢাকায় একদিনেই আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের তিন নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে বিএনপি-জামায়াত। ধারাবাহিক ছুরিকাঘাত, কুপিয়ে আঘাত ও মব ভায়োলেন্সের এই ঘটনাগুলো জনমনে ভয় ও ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক মহল বলছে— এটি পরিকল্পিত সন্ত্রাসের অংশ, যার মাধ্যমে দেশ অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশজুড়ে আবারও ভয়াবহ সহিংসতার চিত্র ফুটে উঠেছে। একদিনে তিন জেলায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের তিন নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে বিএনপি-জামায়াত।

মণিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জে ছুরিকাঘাতে খুন হন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম (৪০)। তাকে রক্ষা করতে গিয়ে গুরুতর আহত হন যুবক শাহীন তারেক। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, স্থানীয় বিএনপি নেতা কামাল, টগর, মিলন, রেজাউলসহ অন্তত ডজনখানেক নেতাকর্মী এ হামলায় অংশ নেয়।

ভোলা সদর উপজেলায় ফজরের নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে কুপিয়ে হত্যা করা হয় উপজেলা ছাত্রলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আরিফকে। রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির উঠোনে ফেলে যায় হামলাকারীরা। এ ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রাজধানীতে মহানগর দক্ষিণ শাখার সাবেক সহ-সভাপতি ও দনিয়া ইউনিয়নের সাবেক ছাত্রনেতা আবু হেনা বিপ্লবকে বিএনপির নেতাকর্মীরা মব গঠন করে পিটিয়ে হত্যা করে। অভিযোগ রয়েছে, সেনাসদস্যদের উপস্থিতির মাঝেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

একদিনে তিন নেতার মৃত্যুতে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মাঝে ক্ষোভ ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র নিন্দা ও উদ্বেগের ঝড় উঠেছে।

জনগণের প্রশ্ন— পরিকল্পিত এই রক্তাক্ত তাণ্ডব থামানোর দায়িত্ব কে নেবে?